পদ্মায় বাসডুবি; কুষ্টিয়ার ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার, ৩ জনের দাফন সম্পন্ন

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় পদ্মা নদীতে যাত্রীবাহী বাস সৌহার্দ্য পরিবহন ডুবে যাওয়ার ঘটনায় কুষ্টিয়ার নিহত ৪ জনের মধ্যে ৩ জনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

কুষ্টিয়ার নিহতরা হলেন- কুষ্টিয়া পৌরসভার মজমপুর গ্রামের মো. আবু বক্কর সিদ্দিকের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৫৬), কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার খাগড়বাড়িয়ার হিমাংশু বিশ্বাসের ছেলে রাজীব বিশ্বাস (২৮), একই উপজেলার ধুশুন্ডু গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ইস্রাফিল (৩), একই উপজেলার সমসপুর গ্রামের গিয়াসউদ্দিন রিপনের মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকা (১৩)।

ইতোমধ্যে সদরের জুগিয়ায় নিজ গ্রামে মর্জিনার দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পারিবারিক কবরস্থানে তার দাফন করা হয়। সেখানে নিহতের স্বামী আবু বক্কর ও ভাই, স্বজন ও প্রতিবেশীরা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা জানাজায় অংশনেন।

ঢাকায় বসবাসরত চিকিৎসক মেয়ের বাসায় যাওয়ার জন্য রাজবাড়ীর পাংশা থেকে সোহার্দ পরিবহনের বাসে উঠেন স্থানীয় পল্লী বিদ্যুতের বিলিং সুপার ভাইজার মর্জিনা খাতুন। এর ঘন্টাখানেক পরেই মুত্যুর খবর পান পরিবারের লোকজন। বাস দুর্ঘটনাকে দায়িত্বে অবহেলা ও অব্যবস্থাপনা হিসেবে দেখছেন স্বজন ও এলাকার মানুষ। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের বিচার চান।

মর্জিনা খাতুন হাসি যাঁকে হাসি আপা নামে চিনতেন পুরো এলাকার মানুষ। হাসিখুশি মানুষটি সবার সাথে মিশতেন, খোঁজ খবর রাখতেন। সেই মানুষটির চির বিদায়ে এলাকায় শোকের ছায়া। স্বজনদের মধ্যে কান্নার রোল। হাসিকে হারিয়ে কান্না করছে পুরো এলাকার মানুষ।

এদিকে খোকসায় নিহত আয়েশা সিদ্দিকা ও ইস্রাফিলের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। রাজিবের শেষকৃত্যের প্রক্রিয়া চলছে। খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত

করেছেন।

এর আগে বুধবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে ডুবে যাওয়া সৌহার্দ্য পরিবহনের বাসটি কুষ্টিয়া হয়ে ঢাকা যাচ্ছিল। কুমারখালী ও খোকসা ধেকে কয়েকজন যাত্রী নেয় বাসটি।

দর্শনায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেকের দাফন সম্পন্ন

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন।

সোমবার বাদ জোহর দর্শনা কেরুজ ক্লাব মাঠে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. উবায়দুর রহমান সাহেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। পরে সেখানে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় স্থানীয় লোকজন ছাড়াও চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আব্বাস উদ্দীন, উপজেলা আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের হাফিজুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান, সাবেক পৌর কমান্ডার জাহাঙ্গীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলীসহ অনেকে অংশ নেন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) আব্দুস ছাত্তার এবং কেরুজের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

জানাজা শেষে আনোয়ারপুর কবরস্থানে বেদনাবিধুর পরিবেশে তাঁর দাফন

সম্পন্ন করা হয়।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসুরাত মন্ডলের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ দক্ষিণ পাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসুরাত মন্ডলকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে আমদহ পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

দাফন পূর্ববর্তী আনুষ্ঠানিকতায় মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত মরহুমের কফিনে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস দল মরহুমকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম। এ সময় বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর, এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দাফন কার্যক্রমে অংশ নেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেমসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ।

রবিবার ভোরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসুরাত মন্ডল মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার ছেলে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মুজিবনগরে বিএনপির নেতা রফিকুল ইসলামের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহানজনপুর ইউনিয়নের গোপালপুর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলামের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক খোরশেদ আলম দুখুর পিতা। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি আজ শুক্রবার দিবাগত রাত চারটার দিকে কুষ্টিয়া মান্নান হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি তার স্ত্রী, ৩ ছেলে সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ শুক্রবার ১১টার দিকে গোপালপুর ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জানাযা ও দাফনকাজে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ শেনজির, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আকমল হোসেন মিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসানাত আফরোজ, জেলা বিএনপি’র ও মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন।

মেহেরপুরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়

মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুরের দাফন সম্পন্ন

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত কৃষি কর্মকর্তা জিল্লুর রহমানের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে গার্ড অফ অনার শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে একই স্থানে তার নামাযের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

জিল্লুর রহমান স্ত্রী, ১ ছেলে, ৩ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধাদের রেখে গেলেন।

মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমানের দাফনের আগে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূ’মি) ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান অভিবাদন গ্রহণ করেন।

মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিভিন্ন পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মুক্তিযোদ্ধার জিল্লুর রহমানের ছেলে হাসান হাফিজুর রহমান, বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) সকালে তিনি গোভিপুরস্থ নিজ বাসভবনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সকাল ৮ টার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া মারা যান।

শৈলকূপা উপজেলা জাসদের সভাপতি শরাফত ইসলামের দাফন সম্পন্ন

শৈলকূপায় উপজেলা জাসদের সভাপতি শরাফত ইসলামের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার বাদ জোহর শৈলকূপা উপজেলার রতিডাঙ্গা গ্রামে

পারিবারিক কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হয়।

দাফন সম্পন্ন হওয়ার আগে রতিডাঙ্গা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মরহুমের জানাজার নাম অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় কেন্দ্রীয় জাসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রোকন, উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নায়েব আলী জোয়ার্দার, ৫ নং কাঁচেরকোল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড.সালাউদ্দিন জোয়ার্দার মামুন, জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান খুররম, উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ খানসহ জেলা ও উপজেলা জাসদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । এছাড়াও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ শত শত মানুষ জানাজার নামাজে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ বেশকিছুদিন ধেও অসুস্থ্য থাকার কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

শরাফত ইসলাম (৬২) একই উপজেলার দহকুলা গ্রামের মৃত বদরউদ্দিন মিয়ার সন্তান, তবে জন্মের পর থেকে তিনি রতিডাঙ্গা গ্রামে মামা (গোলাম মোস্তফা) বাড়িতে বেড়ে উঠেছেন। প্রয়াত জাসদ নেতা ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সাংসদ গোলাম মোস্তফার ভাগ্নে বলে ঝিনাইদহ- শৈলকুপায় ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছাত্র জীবনে জাসদ ছাত্রলীগের রাজনীতি দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে বিভিন্ন পদ পদবীতে দায়িত্ব করেন এবং পরবর্তীতে শৈলকূপা উপজেলা জাসদের সভাপতি এবং জেলা জাসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাসদ থেকে মনোনীত হন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকায় মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারেন নি।

মৃত্যু কালে তিনি এক স্ত্রী, দুই কন্যা সন্তান, অসংখ্য রাজনৈতিক সহকর্মী, আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু (এমপি), সাধারণ সম্পাদক শিরিন আক্তার (এমপি) শোকা জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার রুইথনপুরে স্বজনদের আহাজারিতে দাফন সম্পন্ন

মালয়েশিয়ায় ক্রেন দুর্ঘটনায় নিহত আলমডাঙ্গা উপজেলার সেই যুবক লাল চাঁনের লাশ অবশেষে দেশে ফিরিয়ে এনে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে চিৎলা ইউনিয়নের রুইথনপুর গ্রামে নিহত যুবকের লাশ বাড়িতে পৌছাই। লাশ আসার খবরে পাশ্ববর্তী কয়েক গ্রামের মানুষ শেষবারের মত নিহত যুবক লাল চাঁনকে দেখতে ভিড় জমায়। বাড়ির উঠানে কফিন বক্স থাকলেও এলাকার মানুষের ঢল থামাতে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হয়। এদিন দুপুরে তার বাড়ির পাশের কবরস্থানে হাজারো মুসল্লির অংশগ্রহণে জানাজার নামাজ শেষে দাফন করা হয়েছে।

এর আগে গত ১২ আগস্ট শনিবার দুপুরে মালয়েশিয়ায় নিজ কর্মস্থলে ট্রাক থেকে কন্টেইনার নামাতে গিয়ে ক্রেন ছিড়ে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

স্থানীয়রা জানান, গত ৬ মাস পূর্বে পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে মালয়েশিয়া পাড়ি জমায় যুবক লাল চাঁন (২২)। সে ওই দেশের একটি (চায়না কমিউনিকেশনস কনস্ট্রাকশনস) কোম্পানিতে কাজ করত। গত ১২ আগস্ট শনিবার ক্রেন ছিঁড়ে কন্টেইনার তার উপর পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।

মালয়েশিয়া থেকে টানা ১২দিন পর শুক্রবার মধ্য রাতে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার লাশ এসে পৌছায়। তারা দুই ভাই-বোনের মধ্যে লাল চাঁন ছিল ছোট। তাই তার এমন মৃত্যুর পর থেকে পুরো পরিবার শোকে পাথর হয়ে যায়। লাশ এসে বাড়িতে পৌছানোর পর পরিবারের আহাজারিতে এলাকার পরিবেশ ভারি হয়ে উঠে।

চিৎলা ইউনিয়নের ইউপি সদস্য শাহাজালাল বলেন, জীবিকার তাগিদে গত ৬ মাস আগে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান। আজ শুক্রবার মধ্যরাতে বিমান যোগে দেশে আসে তার লাশ । জুম্মার নামাজ পর লাল চানের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের দাফন সম্পন্ন

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (দিবা শাখা) মো: আনোয়ার হোসেন দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বাদ জোহর কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা এলাকার ছতিয়ান ঈদগাহ ও গোরস্থানে দ্বিতীয় নামাজে জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়।

এরআগে বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাযা নামাজে কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুজ্জামান, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রমজান আলী আকন্দ, কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এফতেখাইরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হকসহ সকল শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং মুসল্লীরা উপস্থিত ছিলেন। জানাযা নামাজে ইমামতি করেন মাওলানা রুহুল আমিন।

পরিবারসুত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার রাতে বুকে ব্যাথা অনুভব করলে দ্রুত তাঁকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই তিনি মারা যান।

সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এই শিক্ষক হাসিখুশি প্রানবন্ত মানুষ হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। শিক্ষার্থী ও সকল শিক্ষকদেরও প্রিয় ছিলেন আনোয়ার হোসেন।

পাঠকদের কাছে তিনি নেহাল আনোয়ার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন তার কবিতা ও উপন্যাস নিয়ে। গেলো বছর বইমেলায় তার দুইটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়। এবারের বইমেলাতেও একটা কবিতার বই আসার কথা রয়েছে। কিন্তু বড্ড অসময়ে তাঁর চলে যাওয়া কোন ভাবেই মানতে পারছে না তার স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, আনোয়ার হোসেন কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে

এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিএনপি নেতার দাফন সম্পন্ন, মৃত্যুকে ঘীরে নানা গুঞ্জন

চেক ডিজঅনার মামলায় কারাাণÍরীণ অবস্থায় মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়াকে কেন্দ্র করে মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। বিএনপির নেতাদের দাবী কারাগারে বিএনপি নেতা তোফায়েলকে পরিকল্পিত হত্যা করা হয়েছে। তোফায়েলের মেয়ে তার বাবার মৃত্যুর জন্য সাংবাদিক মিজানকে দায়ী করে বিচার দাবী করেছেন।

এদিকে সোমবার বিকাল ৩ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামে নামাজে জানাযা শেষে ওই কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

এর আগে দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তার(আরএমও) নেতৃত্বে তিন সদস্যর চিকিৎসক দল ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে লাশের স্যাম্পল রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

ময়না তদন্তের প্রতিবেদন পেলে হত্যাকান্ড সম্পর্কে পরিস্কার জানা যাবে বলে জানিয়েছেন আরএমও মোকলেসছুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন স্তুরের নেতাকর্মী।

এই মৃত্যুকে হত্যাকান্ড দাবী করে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, একজন আসামি অসুস্থ হলে তাদের অভিভাবককে

জানাতে হবে। তোফায়েল একজন রাজনৈতিক নেতা। তার দলীয় নেতাদের জানাতে হবে। সেটি না করে মৃত্যুর ২ ঘন্টা পরে পরিবারকে জানানো হয়েছে। এর সুস্পস্ট ব্যাখ্যা দাবী করেছেন কারা কর্তৃপক্ষের কাছে। একই সঙ্গে এ হত্যাকান্ডের সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করেছেন।

নিহত তোফায়েল হোসেনের মেয়ে তাহমিন রুশদি অভিযোগ করে বলেন, আমার বাবার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আমার বাবা মেহেরপুরের সাংবাদিক মিজানের (মিজানুর রহমান, তিনি অনলাইন পোর্টালের সাংবাদিক) কাছে থেকে আড়াই লক্ষ টাকা সুদের মাধ্যমে ঋণ নিয়েছিলেন। সাংবাদিক মিজানকে সুদসহ আসল টাকা অনেক আগে পরিশোধ করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি সুদের সুদের জন্য চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাকে দেওয়া ব্যাংকের চেক ডিজঅনার দেখিয়ে আব্বুর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় আমার আব্বুর জেল হয়েছিলো। আমি সাংবাদিক মিজানের বিচার চাই।

তাহমিন রুশদি আরো বলেন, আমার বাবা সুস্থ ছিলেন। কখন কিভাবে অসুস্থ হলেন আমরা জানিনা। জেলখানা থেকে তার মৃত্যুর খবরও আমাদের জানানো হয়নি। রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ফেইসবুক ও সাংবাদিকদের মাধ্যমে বাবার মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত হয়ে আমরা হাসপাতালে আসি। এরপর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে আমার বাবার মৃতদেহ পাই।

তবে, অভিযুক্ত সাংবাদিক মিজানুর রহমান বলেন, তোফায়েলের মেয়ের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তোফায়েল আমার কাছে থেকে ৭ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সাবেক এমপি মাসুদ অরুন মিমাংসা করে দেওয়ার পর তিনি ৬ লাখ টাকার চেক দিয়েছিলেন। আমি সবার অনুরোধে তাকে ১ লাখ টাকা মাফ করে দিয়েছি। সেই চিক ডিজঅনার মামলায় তার ৮মাসের জেল হয়। তোফায়েল জেলে যাওয়ার পরেও মাসুদ অরুন আমাকে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছে। আমি সেটা করতেও চেয়ছি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারাগারের নিজস্ব গাড়িতে করে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টা ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি এনআই

আইনের একটি মামলায় ৮ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। গত ৩০ মে তাকে আদালত কারাগারে পাঠায়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জেল সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি মাইক্রো কার্ডিয়াক ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।